

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৫, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৫ই অক্টোবর ২০১০/২০শে আশ্বিন ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই অক্টোবর ২০১০ (২০শে আশ্বিন ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১০ সনের ৫২ নং আইন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন ।—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর “এবং খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০% কম বা বেশী না হয়” শব্দসমূহ, সংখ্যা ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।

(৯১৩৫)

মূল্য : টাকা ২.০০

৩। ২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (দ) এর শেষে উল্লিখিত “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ধ) এর প্রাস্তুস্থিত “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ন) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

“(ন) মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন তথ্য গোপন করেন।”।

৪। ২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ২৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইন এর ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ত্রিশ দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “বিশ দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইন এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর প্রাস্তুস্থিত “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (জ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(জ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর হইতে পৌরসভার মেয়াদকালের মধ্যে যে কোন সময় যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত সাতটি তথ্য সম্বলিত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করিয়াছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন তথ্য গোপন করিয়াছেন।”।

প্রণব চক্রবর্তী

অতিরিক্ত সচিব

ও

সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।